শিশুসেবধি

নীতিদর্শক।

হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে
পাঠশালার ব্যবহারার্থ
সংগৃহীত।

হিন্দুকালেজ

মুজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রস্তরযন্ত্রে
মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৪৭।

নীতি দর্শক।

১ পাঠ।

তোমরা অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিও, যেহেতু প্রাতঃ কালের বায়ুতে শরীর স্বচ্ছন্দ করে এবং প্রত্যুষে উঠিলে বিদ্যাভ্যাসাদি করিবার নিমিত্তে অনেক কাল লাভ হইবেক, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর অধিক গৌণে গাত্রোত্থান করিলে শরীরে আলস্য ও জড়তা হইবেক, সুতরাং পাঠাভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে না।

২ পাঠ।

তোমরা উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিবে, মুখ অপবিত্র থাকিলে তোমারদিগের বদনে দুর্গন্ধ এবং বাক্যের জাড্য হইবেক, আর হস্ত পাদাদি সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবে তাহাতে তোমারদিগের পুস্তকাদি কোন বস্তুই অপরিষ্কৃত হইবে না এবং তাহা করিলে দেহপুষ্টি ও অন্তঃকরণের প্রাশস্ত্য হইবেক দ্বিতীয়তঃ সকল লোকে তোমারদিগকে পবিত্র দেখিয়া তোমারদিগের

সহিত সংসর্গ করিতে বাঞ্ছা করিবেক, তোমরা যদ্যপি ধূলাদিতে দূষিত হইয়া অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাক তবে তাবল্লোক তোমারদিগকে ঘৃণা করিবেক এবং তোমার সান্নিধ্য পরিহার করিবে সে দুব্যক্তি তোমারদিগের সম্মান হ্রাস নিশ্চিত হইবেক সুতরাং তোমারদিগের বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়া কেহ স্পর্শ করিবেক না।

(৩)

মনুষ্যদিগের ব্যবহারের পরিধান দ্রব্য আছে তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বস্ত্র. অতএব তোমরা বস্ত্র পরিধান করিয়া সুশোভিত হইবে পরন্তু কদাচ উলঙ্গ থাকিবে না, যদ্যপি বস্ত্রাদি পরিধান না করিয়া উলঙ্গ থাকহ তবে অসভ্য ও বদাচার দৃষ্ট হইবে, সর্ব্বদা ধৌতবস্ত্র ব্যবহার করিও তবে তোমারদিগের শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হইবেক, কিন্তু তাহা না করিয়া অনিয়মে মলিন বস্ত্র ধারণ করিলে ঘর্ম্ম ও বস্ত্রের মলেতে তোমারদিগের শরীরে যে ক্লেদ লগ্ন হইবেক তাহাতে গাত্র কণ্ডূয়ন প্রভৃতি পীড়া জন্মিয়া তোমারদিগকে ক্লিষ্ট করিবেক।

৪ পাঠ।

প্রত্যহ পাঠশালায় যাইয়া নিরন্তর পাঠাভ্যাস করিবে, মন্দবুদ্ধিবালক যদ্যপি পাঠ ধারণ করিয়া নিরন্তর বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করে তবে তাহার সেই স্থূলবুদ্ধির অবশ্য তৈক্ষ্ণ্য হয়, এবং নিয়ত আলোচনা দ্বারা তাহার বুদ্ধি অবশ্য মেধাবতী হইতে পারে এতাবতা মেধাবিশিষ্ট বালকই কৃত বিদ্য হয়, কিন্তু যে বালক অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত হয় সে যদ্যপি বিদ্যাভ্যাসে যত্ন না করে তবে তাহার সেই উত্তমা বুদ্ধি কোন ফল দায়িকা হন না বরঞ্চ সেই বুদ্ধি কুপথগামিনী হওয়াতে আপনার শক্তি গৌরবে কুৎসিত কর্ম্ম সকলে প্রবর্ত্তিকা হইয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকে সর্ব্বত্র অধম রূপে গণ্যকরায়, দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্মবুদ্ধি থাকিলেই যে বিদ্যা জন্মে এমত নহে পরিশ্রম ভিন্ন বিদ্যোপার্জ্জন কদাচ হয় না অতএব তোমরা পাঠালয়ে গিয়া কোন বালকের সহিত গল্প করিবে না সর্ব্বদা পাঠাভ্যাসে যত্নবান্ হইবে যদ্যপি কোন ছাত্রের সহিত কথোপকথনকরিতে ইচ্ছা হয় তবে কেবল বিদ্যা বিষয়ের প্রস্তাব করিবে।

৫ পাঠ।

শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া সুপদেশ ভিন্ন ইতর জল্পন প্রায় করেন না অতএব তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিবে তাহা করিলে তিনি যখন যে বালকের প্রতি যে উপদেশ করিবেন তাহা সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে, যদ্যপি তাঁহার কথানবধারন না কর তবে তিনি তোমারদিগকে যাহা কহিয়া দিবেন তাহা বুঝিতে কিম্বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না এমতে পুনঃ পুনঃ অনবধান করিয়া শিক্ষক মহাশয়ের শাসন ভয়ে যদ্যপিও কোন কথা শিখিতে পার তাহাও পরক্ষণে বিস্মৃত হইবে।

৬ পাঠ।

পাঠকালীন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে কিম্বা বুঝিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করিয়া জ্ঞাত হইবে, এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত ভগ্ন সন্দেহ হইয়া উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিবে

বং আলস্য করিয়া অথবা শিক্ষকের শাসন ভয়ে বুঝিয়াছি কহিয়া ক্ষান্ত হইবে না তাহা করিলে

কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে না সুতরাং সকল বালক হইতে অধমরূপে গণ্য হইবে।

৭ পাঠ।

তোমরা কোন শাস্ত্রকে কঠিন জ্ঞান করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে নিরুৎসাহ হইও না কেননা বিজ্ঞ লোকেরা কহেন যে যাদৃশ বারম্বার পর্য্যটন দ্বারা অতিশয় দর্গম অরণ্যমধ্যে সুপন্থা হয় তাদৃশ নিয়ত আলোচনা করিলে অত্যন্ত দরূহ যে সকল শাস্ত্র আছে তাহাতেও পঞ্জাহয়। এবং শিক্ষিত বিদ্যার ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করিবে, শিখিয়াছি কহিয়া অবজ্ঞা করিবে না, বিদ্যা সুশিক্ষিতা হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরিচিন্তনীয়া অতএব তাহা না করিলে পূর্ব্বাভ্যস্ত সমূহ বিস্মৃত হইবে।

৮ পাঠ।

বিদ্যোপার্জ্জনে অতিশয় যত্নবান্ হইবে, বিদ্যা অসীমগুণবতী তন্নিমিত্তে যে ব্যক্তি তাঁহার অন্বেষণ করে তিনি সেই অন্বেষণকর্ত্তাকে অনুকূলা হইয়া তাহার প্রতি নিতান্ত উপকারিণী হন অর্থাৎ প্রথমতঃ বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করেন যদ্দ্বারা সেব্যক্তি

সদসৎ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করিতে পারে, পশ্চাৎ তাবলোকের নিকট তাঁহারে সম্মান বৃদ্ধি করিয়া নানা উপায়ে ধনাদি প্রদান করেন, বিদ্যাদ্বারা মনুষ্যসকল দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বরকার্য্য সমূহের বৈচিত্র্য নিবারণ করত পরমেশ্বরের অপরিমিত শক্তি এবং তিনি জগতের সর্ব্ববীজস্বরূপ ইহা জানিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি করে সুতরাং সে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ পায়, যদ্যপি নীচ লোকের সন্তানের বিদ্যা জন্মে তবে সে ব্যক্তি কুলশীল বিশিষ্ট ও জ্ঞানবান্ ও মান্য ব্যবহার, সাধুলোকের নিকটে আদৃত হয়, নীচ জাতি বলিয়া কেহ তাহাকে ঘৃণা করেন না কেননা অকুলজ কিম্বা কুস্থান বাসী হইলেই যে অমান্য হয় এমত নহে বস্তুতঃ পুরুষ সকল আত্ম গুণ দোষানুসারে পূজ্য ও অমান্য হয়, সেই বিদ্যাবান্ নীচ কুলজাত ব্যক্তি নিঃশঙ্ক হইয়া সকল সভাতে গমন করত শিক্ষা ও বিদ্যার পরিচয়ে সভ্যরূপে গণ্য হইতে পারে ও লোক বল্লভ হইয়া বহু ধনবান্ হয়।

৯ পাঠ।

বিদ্যা ধন বিদেশ গমনে অত্যুৎকৃষ্ট পাথেয় হয়েন যেহেতু অন্যধনের নিমিত্ত বহু কষ্ট আব-শ্যক করে এবং ক্রমশঃ ব্যয়দ্বারা তাহার শেষ হও-য়াতে পুনর্বার ভাবে সংগ্রহ নিমিত্ত হইলের সংস্থান অতিশয় দুর্গত হয়, কিন্তু বিদ্যা ধন অনায়াসে থাকে নিরুপায় বহন করা যায় এবং ইহার চোর, পুরন্দর কোন ব্যক্তি অপহরণ ক্ষমা করিলেও বিদ্যাধনের হ্রাস হইয়া বরং প্রতিক্ষণ ব্যয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে পারে, অপর দেশ বিদেশে গমন করিবার সময় মহত্ব জনসমাজে আমরা তিনি অতিশয় ধনবান ও সম্মানের নীলামাই এবং আমার পূর্বপুরুষেরা এইরূপ খ্যাতি লইয়া ছিলেন যে তাঁহারদিগের নাম শ্রবণ করিলে অন্য-লোকে সশঙ্ক হয় এরূপ প্রকার পরিচয় প্রদান করিলেও সেই পরিচয়ের বিশ্বাসযোগ্য কারণা-ভাব থাকিলে পূজা হইতে পারে না কিন্তু বিদ্যা-বান মনুষ্য বাক্য প্রয়োগ করিবামাত্র লোকে তাঁহাকে বিদ্বান বলিয়া সম্মান করে।

১০ পাঠ।

কোনস্থানে কোন বিষয় প্রস্তাব হইলে সে বিষয় যদ্যপি অজ্ঞাত থাকে তবে সময়ানুসারে তাহা জানিবার জন্যে অবশ্য চেষ্টা করিবে তথাচ জানেনা বলিয়া লোকে অবজ্ঞা করিবেক এই আশঙ্কাতে তদর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হইও না। যে সকল মনুষ্যেরা স্বস্ব বুদ্ধিকৌশলে অনভব কর-পাদিদ্বারা উপদিষ্টাতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় জানিতে পারেন তাঁহারা উত্তম রূপে গণ্য, মধ্যম প্রকার লোকেরা আত্ম বুদ্ধিদ্বারা অনায়াসে জানিতে না পারিয়া অন্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জানেন, আর যে সকল ব্যক্তি অধম রূপে গণিত তাঁহারা স্ব বুদ্ধিদ্বারা কোন বিষয় জানিতে পারেনা এবং স্বীয় বিজ্ঞাভিমানের নাশাশঙ্কায় আপনার অজ্ঞতা গোপন করিয়া জানিতে চেষ্টা করে না কিন্তু সেই অধম ব্যক্তিরা তাবদ্বিষয়েতেই অজ্ঞ হয়। এতাবতা মনুষ্য সকলের স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা উপদিষ্টাতিরিক্ত বিষয় জানিতে চেষ্টা করিয়া উত্তম রূপে গণ্য হওয়া উচিত কিম্বা স্বতঃ বিষয়জ্ঞ হইতে না

পারিলে অন্যদ্বারা উপদেশ গ্রহণ করত মধ্যমরূপে গণ্য হওয়াও শ্রেয়ঃ কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা বিষয়জ্ঞ হইতে না পারিয়া এবং অভিমানানুরোধে অন্যের নিকট জানিতে অবজ্ঞা করত অজ্ঞ থাকিয়া অধম রূপে গণ্য হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

১১ পাঠ

তোমরা পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে কারণ তাঁহারা বহুবিধ পরিশ্রম করিয়া তোমারদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের ক্রিয়া সমূহের বৈচিত্র্য দেখ তোমরা যাবৎকাল পর্য্যন্ত অক্রেবাণ ছিলে তাবৎ তোমরা ক্ষুত্তৃষ্ণাতে আর্ত্ত হইয়াও আপনারদিগের বুভুক্ষা কোন প্রকারে জ্ঞাত করিতে পারিতে না এবং কোন বস্তুগ্রহণে ইচ্ছা করিলে তাহা যাচ্ঞা করিতে শক্ত হইতে না কেবল রোদন করিতে, কিন্তু তাঁহারা যথাযোগ্য সময়ে আহারাদি প্রদান করিয়া তোমারদিগকে সজীব রাখিয়াছেন এবং তোমারদিগের মনোগত ভাব বুঝিয়া চেষ্টিত বস্তু প্রদান করত সান্ত্বনা করিতেন, জীব মাত্রের আত্মাহইতে কেহ প্রিয় নাই পিতা মাতা

সন্তানকে সেই আত্মার ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কেননা অতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী যাহা আপনারা আহার করিয়া তৃপ্ত হই-বেন সেই সমাদ্রব্য পুত্রকে প্রদান করিয়া তদ-পেক্ষা অধিক তৃপ্ত পায়েন, আর পিতা মাতা আপন সন্তানদিগের অন্নবস্ত্রাদির চিন্তাতে চির-দিবস ব্যস্ত থাকেন এবং যাবজ্জীবন তাহার দিগের বিদ্যা বুদ্ধি যশঃ কীর্ত্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন, যদ্যপি তাহারা ধনোপার্জ্জন করিতে না পারিয়া সদ্বস্ত্রাভাবে ব্যসন প্রাপ্ত হয় তবে পিতা মাতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েন, এবং কোন সন্তান বিদ্যা বিহীন হওয়াতে কিম্বা স্বভাব বশতঃ লাম্পট্যাচরণে রত হইয়া দুঃশীল হইলে যদ্যপিও তাবল্লোকের সমীপে ঘৃণিত হয় তথাপি তাহার পিতা মাতা-সন্তানের কুৎসা শ্রবণ করিয়া কেবল মনঃপীড়া পান কিন্তু ঐ পুত্রকে অপ্রিয় করেন না বরঞ্চ তাহার দুশ্চরিত্র নিবারণার্থে সর্ব্বথা যত্নকরেন, এই জগ-তিমধ্যে নিরপেক্ষ হইয়া প্রায় কেহ কাহার

আত্মীয়তা করে কিন্তু পিতা মাতা স্বভাবতঃ হিত-কারী এবং নিরপেক্ষ্য হইয়া পুত্রের কুশলান্বেষী হন, অতএব এতাদৃশ কারুণিক অথচ হিতৈষী তোমাতারা প্রতি কদাচ দ্বেষ ও ক্রোধ করিও না, সর্ব্বদা তুষ্টিজনক কর্ম্ম করিয়া তাঁহারদিগকে হর্ষিত রাখিবে।

১০ পাঠ।

তোমারদিগের বাটীতে কোনব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার নিকট দৌরাত্ম্য ও চিৎকারধ্বনি করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না, তোমরা যখন রুগ্ন হইবে তখন তোমারদিগের রোগশান্তি নিমিত্তে চিকিৎসক কিম্বা পিত্রাদি কোন হিতৈষী-ব্যক্তি তোমারদিগকে যে ঔষধ প্রদান করিবেন তাহা অবশ্য সেবন করিবে, ঔষধ প্রায় সুখসেব্য নহে এইজন্যে সেবনের ক্লেশ ভয়ে তাহা ত্যাগ করিবে না যেহেতু কিঞ্চিৎ আয়াস সহ্য করিয়া অগদ শমক যে ঔষধ তাহা সেবন না করিলে পীড়াবৃদ্ধি হওয়াতে তদতিরিক্ত ক্লেশ সহিষ্ণু হইতে হইবেক বস্তুতঃ ঔষধ স্বাদু গ্রহণের নিমিত্তে নহে কেবল

১৩ পাঠ।

তোমরা কাহার অতি ক্ষুদ্র বস্তুও অপহরণ করিবে না, যদ্যপি প্রথমতঃ কোন ক্ষুদ্র বস্তু হরণ কর তবে তোমারদিগের চৌর্য্যস্বভাব হইয়া ক্রমশঃ তদপেক্ষা বৃহদ্দ্রব্য হরণেও স্পৃহা হইবেক, তাহা হইলে তোমরা সর্ব্বত্র চৌররূপে খ্যাত হইয়া তাবল্লোকের সমীপে অবিশ্বাসী হইবে, যখন তোমরা চৌর্য্য কর্ম্মে অতিশয় নিপুণ হইবে তখন কেবল পরস্বাপহরণে প্রগাঢ় বাসনা হওয়াতে অহর্নিশ তচ্চিন্তাতেই মগ্ন থাকিবে পশ্চাৎ নানাস্থানে দস্যুবৃত্তি করাতে রাজভট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজার নিকট যথোচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে, যদ্যপি ধনাভাবে পরিবারগণের ভরণ পোষণে অক্ষম হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হও তথাচ এমত বিবেচনা করিবে না যে পরের ধন হরণ করত সেই হৃতধন দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া সুখী হইব যেহেতু সাধু লোকেরা কহেন যে পরধনাস্বাদ গ্রহণে সুখী হওয়া অপেক্ষা নানাবিধ কষ্টাবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করা

১৪ পাঠ।।

সর্ব্বদা ভদ্র সন্নিধানে বাসকরিবে অসৎসংসর্গ করিবেনা, মহল্লোকদিগের কদাচ নীচেতে অভিরুচি হয় না তাঁহারা কেবল সজ্জন সংগতিই প্রিয় বাসেন, উত্তম সংসর্গের অসীম গুণ তদ্বিষয়ে কাচ এবং কাঞ্চনের যে প্রমাণ তাহাতে মহৎ সংগতির গুণ কথনের অবশেষ আছে অর্থাৎ যাদৃশ কাঞ্চন সন্নিহিত কাচবশেষ তাহার আভাপ্রাপ্ত হইয়া মরকত মণির দ্যুতিন্যায় দীপ্তিমান্ হয় তদ্রূপ মহৎ সংসর্গীয় ব্যক্তি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় দেখ এই প্রমাণ প্রমেয়াপেক্ষা ন্যূনতর হইল যেহেতু স্বর্ণকে লোকে সেই উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া স্থাপন করাযায় তখন কণকায় জ্যোতিঃ কাচোপরি পতিত না হওয়াতে সেই কাচ স্বকীয় বর্ণেতে দৃশ্যমান্ হয় অর্থাৎ মারকত দ্যুতি ধারণ করিতে পারে না কিন্তু সৎসংসর্গীয় ব্যক্তি যাবৎ সৎসন্নিধানে বাসকরে তাবৎ কালাতিরিক্ত সময়েতেও সৎসংসর্গজ গুণচয় হইতে বিরহিত না হইয়া

বোধ হয় যে উত্তম সংসর্গের প্রমাণাভাব, আর অধম সংসর্গে দোষের ইয়ত্তা নাই যাদৃশ বিমল স্বর্ণ, তাম্রের আসঙ্গে ক্রমশঃ মলিন হয় সেইরূপ অসৎ সঙ্গে মনুষ্যের উত্তম স্বভাব ও কালক্রমে বৈরূপ্য পায়েন অতএব সর্ব্বদা ভদ্রসঙ্গে আচার ব্যবহার করিবে, জনশ্রুতি আছে যে উত্তমের সহিত বিবাদ করাও বরঞ্চ কর্ত্তব্য কিন্তু নীচ লোকের সহিত মৈত্রতাও অকর্ত্তব্য হয়।

১৫ পাঠ।

তোমরা যখন কোন সভাতে গমন করিবে তখন সেই পরিষৎ মধ্যে সভ্যলোক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া তাহার যাথার্থ্য কহিবে, বক্তৃতা করিবার মানসে নিয়মাতিরিক্ত বাক্য অথবা অযুক্তি প্রয়োগ করিবে না, সভাস্থ লোকদিগের মধ্যে যখন এক ব্যক্তি বক্তৃতা করিবেন তখন তোমরা তাঁহার কথা পরিসমাপ্তি না হইলে বাক্যভঙ্গ কথা কহিবে না তাহা কহিলে অসভ্যরূপে গণ্য হইবে, এবং সেই সভাতে

তাহার প্রকৃতার্থ কহিবে কিন্তু তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দোষ গোপন করিবার জন্যে কিম্বা গর্বিতি জন্য করণমানসে আরোপিত বাক্য প্রবন্ধ দ্বারা প্রকৃত বাক্যের বৈপরীত্য কহিবে না।

১৮ পাঠ।

সর্ব্বদা সত্যকথা কহিলে, সত্য ভাষিলোকেরা কেবল যথার্থ বাক্য কহিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হএন এবং যাথার্থ্যগুণে সকলের নিকট বিশ্বস্ত হওয়াতে অনায়াসেই আপনারদিগের কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন কিন্তু যাহারা অনৃত বাক্য কহে তাহারা সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদীরূপে খ্যাত হইয়া সকলের ঘৃণার্হ হয় সুতরাং অন্যদ্বারা কৃতকার্য্য হয় না, যদ্যপি কোন অসত্য ভাষি মনুষ্য আহারীয় দ্রব্যের অভাবে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কাহার নিকট যাচঞা করিয়া কহে যে আমি দুই দিবস অনাহারে ক্লিষ্ট হইতেছি অতএব আমাকে কিছু ভক্ষ্যপ্রদান কর তবে মিথ্যাবাদির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অনাহার নিমিত্তে মুখশোষণাদি লক্ষণ দর্শন

তথাচ মিথ্যাকথন তাহার অভ্যাসসিদ্ধ জানিয়া সেই সত্য বাক্যেতে মিথ্যাজ্ঞান জন্মায় এবং আয়াসচিহ্ন দেখিয়া ছল করিয়া তদ্রূপ করিয়াছে এমত বোধ হয়, তোমরা এমত বিবেচনা করিবে না যে মিথ্যা কথা ভিন্ন ধনোপার্জ্জন এবং সংসার নির্ব্বাহ হয় না, যদ্যপি সকলে সত্যবাদী হও তবে পরস্পর সকলে সকলকে বিশ্বাস করিয়া তাবৎ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পার নতুবা কেহ সত্য কেহ অসত্য কহিলে বিপরীত ভাবহেতুক অনৈক্য হইয়া কিরূপে কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে. আর দেখ পৃথিবীর সৃষ্টিঅবধি তাবল্লোকদিগের শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ তাবন্মতের দ্বৈধভাব আছে কিন্তু সত্যকথনে সর্ব্বথা বিধি দেখিতেছি ইহাতে তাবচ্ছাস্ত্রের পরস্পর বিরোধাভাব, এবং রাজ্য প্রতিপালন, দুষ্টদমন, শিষ্টপ্রতিপালন, বিচার, ও পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য এক সত্যকে আশ্রয় করিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যেহেতু সৎকর্ম্ম সাধনের নিমিত্তে কেবল সত্যই সদুপায় স্বরূপ হএন, সত্যকথনে কোন

ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম সমূহ মিথ্যার সহকারিত্ব ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়না, যাদৃশ যেহেতু কোন চৌর চুরি করণের উদ্দেশ্য করিয়া প্রস্থান করিলে তাহাকে যদ্যপি কেহ তাহার গমনস্থান জিজ্ঞাসা করে তবে সেই চৌর অবশ্য মিথ্যা কহিয়া আপনার উদ্দেশ্য স্থানকে গোপন করিবেক নতুবা তাহার চৌর্য্য কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না অতএব নিতান্ত জানিবে যে দুষ্কর্ম্ম সকলে সত্যের সম্ভাবনা নাই, এবং সত্যবাক্য কথনে যে বিরোধাভাব ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এই উভয়ে যদি সত্যবাক্য কহে তবে ঋণ পরিশোধ কালে কখন বিরোধোৎপত্তি হয় না, এবং পিতৃদায়াদির বিভাগকালে ভ্রাতা সকলে যদ্যপি পরস্পর সত্য কহে তবে তাহার দিগের অনেক বিরোধাভাবের সম্ভব, অতএব সর্ব্ব কল্যাণময় যে সত্যবাক্য তাহাকেই আস্থা করিবে এবং অশুভকারিণী যে মিথ্যাকথা তাহার পশ্চানুগ কদাচ হইবে না।

তোমরা ক্রীড়ানয়ে কিম্বা কাহার সহিত পরি-

কর তথাপি শাসন ভয়ে মিথ্যা কহিয়া তাহা অস্বীকার করিবে না, সত্যভাষিলোক কৃতাপরাধী হইলেও সত্যতার গুণে লোকে তাহার দোষমার্জ্জনা করিতে ইচ্ছাকরে, কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়া মিথ্যা কথাদ্বারা সেই কৃতাপরাধ গোপন করিতে বাঞ্ছা করেন তিনি তদপেক্ষা অধিক অপরাধী হএন কেননা এক মিথ্যাবাক্যকে মিথ্যান্তর দ্বারা সত্য পূর্ণ করিতে চেষ্টা করত যখন তাঁহার প্রাথমিক বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রকাশিত হয় তখন তাঁহার শেষোক্ত তাবদ্বাক্যেতে সুতরাং অসত্য জ্ঞান জন্মিয়া সে ব্যক্তি অনৃতবাদী রূপে খ্যাত হএন অধিকন্তু সে ব্যক্তি যখন সত্য কহেন তৎকালেও লোকে তাহা মিথ্যা জ্ঞান করে।

১৭ পাঠ।

তোমরা কোন ইষ্ট কার্য্য সাধনে বারম্বার পরাঙমুখ হইলেও ভগ্নোৎসাহ হইও না যেহেতু উৎসাহ ভঙ্গ কার্য্য ধ্বংসের এক প্রধান কারণ, আর কার্য্যোদ্ধার করণ নিমিত্ত কোন ক্লেশগণনা করিবে

নকট পুরস্কৃত হএন কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার কার্য্য নষ্ট করে তাহাকেই কাপুরুষ কহিতে হয়, বুদ্ধিমন্ত লোকেরা কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্তে কখন শাকাহার করিয়া জীবন ধারণ করেন কখনবা চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ সামগ্রীদ্বারা ভোজন করেন কখন কন্থাধারী হএন কখন নানাবিধ বিচিত্রাম্বর ধারণ করেন কখন পর্য্যঙ্কোপরি উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করেন কখন বা ভূমি শয়নে কাল যাপন করেন অতএব তোমরাও এই উভয় সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে।

১৮ পাঠ।

কোন বিষয় চিকীর্ষা হইলে অগ্রে আপনার মনোমধ্যে বিচার করিয়া কিম্বা কোন বিজ্ঞ মনুষ্যের সমীপে পরামর্শ জানিয়া যদিস্যাৎ তদ্বিষয় সমাধা করণে ক্ষম হও অথবা সম্পন্ন হইবে এমত প্রতীতি হয় তবে তাহাতে প্রবর্ত্ত হইবা বিবেচনা না করিয়া হটাৎ কোন দুর্ঘট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, কৃতারম্ভ

ম্পাদ হইবে, কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র ব্যাপকতা করিয়া অতিশয় আড়ম্বর প্রকাশ করিবে না অধিক আড়ম্বরীকৃত কার্য্যের সম্পান্ন হওয়া প্রায়িক জানিবে, বুদ্ধিমন্ত লোকেরা অতি মহৎ কর্ম্ম ও স্বল্পাড়ম্বরে নিষ্পান্ন করেন কিন্তু দুর্বোধ লোকেরা সামান্য কর্ম্ম সম্পান্ন করিবার নিমিত্তে বহ্বারম্ভ করিয়া কখন বা তদ্রূপ কর্ম্ম সিদ্ধি করিতে না পারাতে অপৌরুষান্বিত হয়।

১৯ পাঠ।

দুর্জ্জন ও শত্রু ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগান্বিত হইও না এবং তদ্রূপ মনুষ্য যদ্যপি অত্যন্ত প্রিয়বাক্যদ্বারা নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইয়া কোন বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান জন্মাইতে চেষ্টা করে তথাপি তাহার স্নিগ্ধ অথচ সপ্রমাণ বচনে শ্রদ্ধা করিয়া মুগ্ধ হইবে না কারণ যেমন চিত্রকরেরা চিত্রকর্ম্মের পাটবেতে সমদেশে চিত্র করিয়া সেই স্থানের নিম্নোন্নতা দেখাইতে পারে তদ্রূপ দুরাত্মারা বাগ্বিদগ্ধশক্তি দ্বারা এক অলীক বিষয়কে

ইতে পারে, এই নিমিত্তে বিজ্ঞলোকেরা কহেন যে যেমন বৃক্ষাগ্রে সুপ্তব্যক্তি অবশ্যই পতিত হইয়া আপনার কর্ম্মদোষ জানিতে পারে তদ্রূপ যে ব্যক্তি সপুষ্পাণ বাক্য দ্বারা দুরাত্মা ও শত্রু সকলকে বিশ্বাস করে সে পশ্চাৎ তাঁহারদিগকর্ত্তৃক প্রতা-রিত হইয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ যাদৃশ বিশিষ্ট লোকেরা অন্তর্বহিঃ পবিত্রতা প্রকাশ করিয়া তাব লোকের সহিত ব্যবহারাদি করেন পিশুন মনুষ্য দিগের তদ্রূপ রীতি নহে তাহারা মনেতে যে বিষয় অনুমান করে বাক্যেতে তাহার বৈপরীত্য প্রকাশ করে পশ্চাৎ কর্ম্মেতে তাহার অন্যথাচরণ করে অর্থাৎ যাহা মানস করে তাহা বলেনা এবং যাহা বলিয়া থাকে কার্য্যে তাহা করে না বিশে-ষতঃ দুর্জ্জন ও শত্রুদিগের প্রীতি চেষ্টা অন্যের পক্ষে কদাচ কল্যাণী হয় না তাহারা দুষ্টাচরণদ্বারা যদ্যপি অনিষ্ট করিতে না পারে তবে পশ্চাৎ বৈ-ভব প্রণয় করত মন্দ করিতে চেষ্টা করে সুতরাং মহাত্মারা পিশুনের বাক্যে অভিরুচি করেন না।

২০ পাঠ।

তোমরা কদাচ অহঙ্কার করিও না তাহা করিলে সর্ব্বত্র অমান্য হইবে, ঈশ্বর এমন কোন কারণ নিরূপণ করেন নাই যে তদ্দ্বারা কেহ অহঙ্কারী হইতে পারেন, যদ্যপি তোমরা কোন লব্ধ ধন কিম্বা গুণের অপেক্ষা করিয়া অহঙ্কার কর তথাচ তোমারদিগ হইতে অনেকানেক ধনবান্ ও গুণবান্ আছে কিনা ইহা বিবেচনা করিলে অবশ্য নিরহঙ্কারী হইতে হইবে দেখ এই জগতে যে লোক অত্যন্ত ধনবান্ তাঁহার গুণের গৌরব প্রায় তাদৃক থাকেনা যে ব্যক্তি নানা গুণেতে অলঙ্কৃত তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিন্ন্যূনতা আছে যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তির প্রচুর ধন এবং নানা শাস্ত্রে প্রজ্ঞা আছে তথাপি বদান্য ঔদার্য্য ও সদাচারের অল্পতাহে সর্ব্বদা সৎ সন্নিধানে অমান্য হন না এতাবত জগতের মধ্যে যে কোন একব্যক্তি বরেণ্যতম আছেন ইহা কদাচ বিশ্বাস করিবে না অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া উদার চরিত্রদ্বারা সকল লোককে বশীভূত করিবে।